কাছ থেকে দেখা শ্বাসi“×Ki ৩৩ ঘন্টা

তখন আমার সেন্স কাজ করছিল না

মাহবুব মতিন

চ্যানেল আই-এর সিনিয়র রিপোর্টার মাহবুব মতিন সিলেটে জেএমবির প্রধান শায়খ রহমানের ৩৩ ঘন্টার শ্বাসর দ্ধকর গ্রেপ্তার অভিযান কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি লিখেছে সেদিনের কাহিনী...

ঘড়ির কাঁটা তিনটে ছুঁই ছুঁই। বহল কাঙ্ক্ষিত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা মাত্র। ইতিসধ্যে শায়খ রহমানের স্ত্রী-পুত্রকে র‍্যাবের কার্যালয়ে নিয়ে গেছে। খবর পেলাম শায়খ আবদুর রহমান অবরুদ্ধ যে বাসায় তার চারপাশে থেকেও লোক সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। কাউকেই ওখানে যেতে দেয়া হচ্ছে না। ফলে ২০০ গজ দূরে থেকে পায়চারি করতে থাকি।

এদিকে সাংবাদিকদের ভেতরে ঢুকতে না দেয়ায় সবার ধারণা হয়, র‍্যাব এবার বড় অভিযানে যাবে। কেননা, শিশু ও মহিলারা বাসা থেকে বের হয়ে এসেছে। এখন শুধু শায়খ আবদুর রহমান সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে অবস্থান করছেন। আত্মসমর্পণের বিষয় কানে তুলছেন না। স্থানীয় সাংবাদিকরা আমাদের বড় অভিযানের প্রস্তুতির কথা জানান। এ জন্যই নাকি সবাইকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

শায়খ রহমান যে বাড়িতে অবরুদ্ধ তার থেকে দূরে যেতে বলা হল। আনুমানিক ২০০ গজ দূরে গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু র‍্যাব, বিডিআর আরো দূরে সরে যেতে বলে। এক পর্যায়ে স্থানীয় সাংবাদিকরা জানায়, আমরা এখান থেকে আর দূরে যাব না। আমাদের স্থানীয় ক্যামেরাম্যান সুমী সাহসীকতার সঙ্গেই ঘোষণা দেয়, ‘এখান থেকে আর একপাও পিছাব না। আমাদেরও তো কাজ করতে হবে।’ সুমী তখন ২০০ গজ দূরের ল্যান্ডমার্কে দাঁড়িয়ে। এক পর্যায়ে অবশ্য মাইকে ঘোষণা দিয়ে সাংবাদিকদের ভেতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। সে সময়ে র‍্যাবের এক কর্মকর্তা জানান, ‘আসলে সাধারণ পাবলিককে সরিয়ে দেয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। আমরা বুঝতাম না কে সাংবাদিক, আর কে সাধারণ পাবলিক।’

তবে শায়খ রহমান যে বাসায় অবরুদ্ধ, সেই ‘সূর্য্যদীঘল বাড়ী’র আশপাশে পৌঁছাতে আমাদের কিন্তু কিছুটা বেগ পোহাতে হয়েছে। ব্যাপারটা এমন, আমরা কিছুদূর এগুলাম। একটা বাধার সম্মুখীন হলাম। কিছুক্ষণ পর আবার সেই বাধাটা ভাঙলাম। আবার...। এভাবে আমরা ‘সূর্য্যদীঘল বাড়ী’র কাছাকাছি চলে আসি। তার আগে অবশ্য র‍্যাবের মিডিয়া উইংয়ের প্রধানের সঙ্গে কথা হয়। উনাকে বলি, এনটিভি ওখানে (তারাও অবশ্য একটু দূরে ছিল) যদি থাকতে পারে, তবে আমরা কেন যেতে পারবো না? তিনি বলেন, ‘সমস্যা নাই, আপনারাও একটু পরে চলে আসুন।’ র‍্যাব যখন সবাইকে সরিয়ে দেয় তখন আমাদের কিছুটা শংকিত হয়ে পড়ি যে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে র‍্যাব অন্য কিছু করে কি না। কারণ এর আগে দু’দফা শায়খ রহমানকে ধরতে গিয়েও ধরতে পারেনি। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে সাংবাদিকদের মধ্যে কানাঘুষাও ছিল, তাকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতে পারে!

শায়খ রহমানের অবরুদ্ধ হওয়ার খবরটি টিভি মিডিয়াগুলো বিশেষ বুলেটিন, এক্সক্লুসিভ প্রচার করায় দর্শকদেরও যে কৌতূহল বেড়ে গিয়েছির সেটা বুঝতে পারি। তাই দর্শকদের কৌতূহল মেটাতে আমাদের প্রতি ঘন্টায় আপডেট তথ্য পাঠাতে হয়। তথ্য যে খুব বেশি পাচ্ছিলাম তা কিন্তু নয়। যেটুকু পাচ্ছিলাম তা আনঅফিসিয়াল। যে সব র‍্যাব সদস্যরা ফ্রেন্ডলি মাইন্ডের ছিল, তারাই আমাদের কিছু কিছু তথ্য দিয়েছিল।

এক সময় ‘সূর্য্যদীঘল বাড়ী’র একেবারে কাছাকাছি চলে যাই। বাড়ির পাশেই শাপলাবাগ মসজিদ। আমরা মসজিদের কাছেই অবস্থান নেই। সূর্য্যদীঘল বাড়ীর উল্টো দিকে একটা একতলা বাড়ি। বাড়িটির ছাদ খোলা। ওই বাড়ির ছাদে কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন। ওখান থেকে তারা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমিও ছাদে গেলাম। র‍্যাব সদস্যরা তাদের কাজে ব্যস্ত। এ সময় আমাদের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ছাদে যাওয়ার পর কর্নেল মাসুদের সঙ্গে দেখা হয়। কর্নেল মাসুদের সঙ্গে ঢাকাতে আগেই পরিচয় ছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে যারা ঢাকা থেকে সেখানে গিয়েছিলেন তারা খুব হেলপফুল ছিলেন। আর যারা ঢাকার বাইরের ছিলেন তারা আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি। এক র‍্যাব সদস্য তো আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে। আমরা ‘সূর্য্যদীঘল বাড়ী’র উত্তর পাশের ছাদে বসেই দেখি র‍্যাব সদস্যরা আবদুর রহমানকে মাইকে ডাকছেন। এ সময়ে চতুর্দিকে কড়াকড়ি নিরাপত্তা ছিল। সবার আশঙ্কা ছিল যেকোনো সময় বোমা বিস্ফোরণ হতে পারে। এর আগে দেখা গেছে, জেএমবি আক্রান্ত হলে যখন দেখেছে আর কোনো উপায় নেই, তখন তারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। তাই আমাদের আশংকা ছিল এবারে শেষ মুহূর্তে হয়তো বোমা ফাটাবে। সে সময়ে র‍্যাবের কাছে একটা তথ্য ছিল যে বাড়ির ভেতরে তিন বস্তা বিস্ফোরক রয়েছে। আবদুর রহমানের স্ত্রী র‍্যাবের কাছে এ তথ্য দিয়েছিল। আর তা বিস্ফোরণ ঘটলে সূর্য্যদীঘল বাড়ী তো অবশ্যই আশপাশের বাড়িও উড়ে যাবে।

সন্ধ্যা হয় হয় তখন। সূর্য্যদীঘল বাড়ী র‍্যাব, বিডিআর, পুলিশ ঘিরে রেখেছে। সব মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০০। তারা বারবারই মাইকিং করে বলছে, ‘আবদুর রহমান, আপনি কথা বলুন।’ কিন্তু আবদুর রহমানের কোনো সাড়া নেই। শায়খ রহমান অবশ্য সারারাতে একবারও সাড়া দেয়নি। আবদুর রহমান সাড়া না দেয়ায় সবার ধারণা জন্মে শায়খ রহমান বুঝি মারা গেছেন। ওই বাড়িতে ৪০ রাউন্ড টিয়ার শেল মারায় এই ধারণা হয়। এ পরিমাণ টিয়ার শেল মানুষের পক্ষে হজম করা কঠিন। কেউ কেউ বলেন, শায়খ আত্মহত্যাও করে থাকতে পারে। তবে কারো কারো ধারণা ছিল শায়খ রহমান বুঝি কেটেই পড়েছে। নানা মুনির নানা মত। কেউ আবার বললেন, সুড়ঙ্গ করে শায়খ পালিয়ে গেছে। ব্যাপারটি নিয়ে আমরা র‍্যাব সদস্যদের সঙ্গে কথা বলি। তারা বিষয়টি নাকচ করে বলেন, এই স্বল্প সময় সুড়ঙ্গ করে কেটে পড়া অসম্ভব। তারা নিশ্চিত করেন, শায়খ রহমান ভেতরে আছেন। বাইরে থেকে যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে র‍্যাব ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। জানলার কাচ ভাঙা হয়। বাড়ির প্রাচীর ও কলাপসিবল গেট ভাঙার চেষ্টা চলছে তখন।

আবদুর রহমানের সাড়া শব্দ নেই। গেট ভেঙেও ভেতরে ঢোকার ঝুঁকি নেয়া যাচ্ছে না। এ সময়ে র‍্যাব একটা প্ল্যান করে ছাদ ফুটো করার।

ছাদ ফুটো করে তারা দেখতে চায়, শায়খ রহমান ভেতরে কি অবস্থায় আছেন। এ ঘটনা ঘটে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ। তারা মই দিয়ে ছাদে উঠে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছাদ ফুটো করে। এ সময় ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু আতঙ্কে ছিলাম। এই বুঝি বিস্ফোরণ ঘটে। যদিও ভেতরে ভেতরে থ্রিলও অনুভব করছিলাম। আমার ক্যামেরাম্যান বাড়ির অনেকটা কাছে গিয়ে চিত্র ধারণ করে। আমি ওকে নিজেকে সেফ রেখে কাজ করতে বলি। ছাদ ফুটো করার পর দেখা যায় একটা লেপ পড়ে রয়েছে। লেপের নিচে মানুষ না অন্য কিছু রয়েছে তা দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। তবে লেপের পাশে তার ছিল যা বিভিন্ন পয়েন্টে গিয়ে যুক্ত ছিল। এই তথ্য জানার পর ভয়টা আরো বেশি হয়।

বাড়ির ভেতরে লেপের নিচে বিস্ফোরক থাকার তথ্য জেনে ভয় পেয়ে যাই। এ সময় আমার ক্যামেরাম্যান আব্দুল করিম এক র‍্যাব সদস্যের সঙ্গে কনট্যাক্ট করে ফেলে যে ছাদে গিয়ে ফুটোর ছবি নিয়ে আসবে এবং ভেতরে কিছু দেখা যায় কি না তা দেখে আসবে। আমি তাকে বলি, কোনো দরকার নাই। আমি জানি ছবিটা যদি নেয়া যায় তবে দর্শকদের কাছে এটি খুবই আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু যে ঝুঁকিটা রয়েছে, তা নেয়া একদম ঠিক হবে না ভেবে করিমকে নিরস্ত করি।

'সূর্য্যদীঘল বাড়ি'র বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় আগেই। তবে চারদিকে সার্চ লাইট বসানো হয়। এত কিছু করা হয় যাতে আবদুর রহমান কোনোভাবে পালাতে না পারে। আমাদের প্রতি ঘন্টায়ই নিউজ আপডেট পাঠানোর তাড়া ছিল। কিন্তু নতুন কোনো তথ্য তো পাঠাতে পারছি না। রাত ১১টার পর র‍্যাবের কার্যক্রম ঢিলেঢালা হয়ে যায়। বোঝা যায়, রাতে আর কোনো অভিযান হবে না। তবু আমাদের ঘুমানোর কোনো অবকাশ ছিল না। কখন কি হয়, এই উৎকণ্ঠা সব সময় ছিল। আবার কোনো অগ্রগতিও নেই। আমরা সাংবাদিকরা ছাদের ওপরই রাত জেগে বসে আছি। বেশির ভাগ সাংবাদিকেই তখন ভীষণ ক্ষুদার্ত। কারণ তারা সকাল থেকেই স্পটে। সারা দিন খাওয়ার ফুসরত মেলেনি। কিন্তু খাদ্যের সংস্থান মিলছে না। কার যেন এক ড্রাইভার খাবার কিনতে গেছে। ফেরার পথে ব্যারিকেডে আটকে পড়েছে। ফোন করে সে জানায় তাকে আসতে দিচ্ছে না।

শুধু খাবার নয়, মোবাইল ফোনের চার্জার নিয়েও সমস্যা দেখা দিল। যেমন রাত ৯টার কথা। আমি মোবাইল ফোনে ভয়েস দেব। কিন্তু চার্জ করছে না। একদম শেষ পর্যায়ে। বিদ্যুৎ নেই। তবে আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, সেখানে জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছিল। মোবাইলে চার্জ দিয়েই আমি ফোন ভয়েস দিয়েছিলাম। এ দিকে চার্জার ছিল সবেধন নীলমণি মাত্র একটা। সেটাও এনটিভির আহমেদ সাগর এনেছিলেন তার এক স্থানীয় প্রতিনিধিকে দিয়ে। চার্জার আসার পর দেখা গেল, ২০ জন দাঁড়িয়ে গেছেন চার্জ দেয়ার জন্য। কার আগে কে চার্জ দেবেন। আমাকে অবশ্য আমার লোকাল প্রতিনিধি তার বাড়ি থেকে আরেকটা মোবাইল এনে দিয়েছিলেন।

রাত ১০টার দিকের ঘটনা। পুলিশ সুপার আনসার আলী খান পাঠান সেখানে ডিসি ট্রাফিকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'এখন আর কিছু হবে না, আগামীকাল সকাল ৮টায় অভিযান শুরু হবে। আপাতত স্টপ।' এ তথ্য পেয়ে কেউ কেউ চলে গেলেন। কিন্তু আমি আর দু চারজন যাই যাই করেও আর গেলাম না। কারণ আমার মনে হয়, আমরা না হয় র‍্যাবের প্ল্যান জানি। কিন্তু শায়খ রহমানের প্ল্যান তো জানি না। রাতে যদি সে কিছু করে বসে, তবে সেটা তো মিস হয়ে যাবে। দেখা গেল, কেউ পেপার বিছিয়ে ছাদেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এক স্থানীয় প্রতিনিধি কোথা থেকে যেন একটি মাদুর জোগাড় করে আনেন। অনেকটা বিয়ে বাড়ির মতো মাদুর থেকে একজন উঠে তো আরেকজন গিয়ে তা দখল করে ঘুমিয়ে পড়েন। আমিও ছাদে কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু মশার কামড়ে টিকতে পারিনি। পরে আমাদের চিফ নিউজ এডিটর আলমগীর ভাইয়ের পরিচিত হাসান সাহেবের বাড়ি যাই। হাসান সাহেবের বাসা 'সূর্য্যদীঘল বাড়ী'র ঠিক উল্টোদিকে। হাসান সাহেবের বাসায় গিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সেখানেও মশার উৎপাত। তাই আবার বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের গাড়ির কাছে গেলাম। কিন্তু দেখা গেল আমাদের ড্রাইভার ঘুমাচ্ছে। ওকে আর ডিস্টার্ব করলাম না। মোরছালিন বাবলার আহ্বানে তাদের গাড়িতেও আর গেলাম না মশার ভয়ে।

ঘড়িতে তখন রাত ৪টা। ছাদে চলে এলাম। ঢাকা অফিস থেকে ফোন এল, ফোন ভয়েস এবং নতুন স্ক্রিপ্ট দিতে হবে। ভোর ৬টার দিকে হঠাৎ দেখা গেল র‍্যাব সদস্যরা যেনো নড়েচড়ে বসছে। এক সময় ঢাকা থেকে ক্যাপ্টেন সাইদসহ চার সদস্যের একটি টিম এল। তারা বোমা বিশেষজ্ঞ। দেখলাম তারা ছাদে উঠলো। তাদের হাতে বড়শির মতো একটা জিনিস। জিজ্ঞেস করে

জানা যায়, বড়শির মতো এটি দিয়ে ভেতরে যে লেপটা রয়েছে, তা তোলা হবে। আরো দেখলাম র‍্যাব সদস্যরা পজিশন নিয়ে ফেলেছে। তখন আমরা পাশের অন্য একটা দোতলা বাড়ির ছাদে চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে আমরা দেখলাম ছাদ থেকে একজন র‍্যাব সদস্য ইশারায় জানাচ্ছেন যে, একজন ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। এ সময় আর একজন র‍্যাব সদস্য চিৎকার দিয়ে উঠে বললেন, ওই যে ওই যে, স্যার আমি দেখেছি। সে নাকি একজনকে জানলায় উঁকি দিতে দেখেছে।

আমাদের চ্যানেল আইর নিউজ সোয়া ৭টায়। অফিসকে ফোন করে জানালাম সকাল ৬টায় থেকে নতুন পরিকল্পনা, নতুনভাবে আবার অভিযান শুরু হয়েছে। আবদুর রহমান যে বেঁচে আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ সময় আবদুর রহমান উঁকি দিল একবার। চিৎকার করে কি যেন বলল তা বোঝা গেল না। পজিশন নিয়ে থাকা র‍্যাবের সদস্যরা জানাল, ভেতর থেকে বোমা দেখাচ্ছে। ফাটিয়ে দিতে পারে। তখন পরিস্থিতি আমার কাছে এমন মনে হয়েছে- এখন বুঝি কিছু একটা ঘটবে।

সকাল ৬.৫০ মিনিট। অফিসে আবার ফোন করলাম। নাইট ডিউটির শেষ দিকে থাকা রহমান মুস্তাফিজকে জানালাম, আমাদের নিউজ যদি ৭টায় নিয়ে আসতে পারেন, তবে আমি লাইভ নিজউ দিতে পারব। রহমান মুস্তাফিজ বললেন, আমি জানাচ্ছি। রাতের নিউজ এডিটর সুধীর কৈবর্ত্য দাসও আমাকে ফোন করে নিশ্চিত হতে চাইলেন, লাইভ নিউজ দিতে পারব কিনা? আমি তাকে জানালাম, হ্যাঁ, আরো ডেভেলপমেন্টসহ দিতে পারব। তিনি জানালেন, ৭টায় সংবাদ সম্প্রচার করা হবে। আপনি ভয়েস দেবেন ওখানকার পরিস্থিতির। এ সময়ই র‍্যাব জানাল, 'আপনারা সরে যান, যারা রেঞ্জের মধ্যে আছেন, যেকোনো অঘটন ঘটতে পারে।' ওই অবস্থায়ই আমি নিউজের ভয়েস দেই। তখন আমার সেন্স কাজ করছিল না। এক মিনিট পর কেটে দেই। পরে আবার অফিসে যোগাযোগ করে লাইভ দেই। সে সময় শায়খ রহমানের সঙ্গে র‍্যাবের কথাকাটাকাটি হচ্ছিল। তা মাইকের সামনে গিয়ে দর্শকদের শোনাই। প্রথমে শায়খ রহমান আত্মসমর্পণে রাজি ছিল না। এক পর্যায়ে রাজি হয়। তবে শর্ত দেয়, তাকে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দিতে হবে।

শায়খ আবদুর রহমান আত্মসমর্পণ করছে, ওই সময় আমি লাইভে ছিলাম। একদিকে শায়খ আবদুর রহমান অবরুদ্ধ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে অন্যদিকে আমি তা অকপট বলে যাচ্ছি। কলাপসিবল গেট খুলছে। তাকে রিসিভ করছে র‍্যাবের ডিজি আবদুল আজিজ সরকার। এভাবে গাড়িতে তোলা পর্যন্ত সাড়ে ৫ মিনিট আমি টানা বলে গেছি। এ সময় র‍্যাব আমাকে কাছে যেতে দেয়নি। তবে শায়খ আবদুর রহমানের আত্মসমর্পণের প্রথম লাইভ নিউজ দিয়েছি আমি। এটা আমাদের চ্যানেল আইয়ের ক্রেডিট। তা মনে হলে আমি সত্যি সত্যি শিহরণ বোধ করি।

বলে রাখা ভালো, সকাল ৬টায় যে অভিযান শুরু হবে এটা কিন্তু মিডিয়া জানত না। আমার মনে হয়, এটা অনেক র‍্যাব সদস্যও জানত না। বিশেষ করে যারা বাড়িটি থেকে একটু দূরে অবস্থান করছিল। মিডিয়ার কানে কথাটা যেন না যায়, এ জন্যই হয়ত এমন গোপনীয়তা। কারণ শায়খ রহমান মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। তার থেকে সাংবাদিকদের দূরে রাখতে এটা একটা কৌশল হতে পারে। আত্মসমর্পণের আগে শায়খ রহমান র‍্যাব সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের মধ্যে ছিলেন লে. কর্নেল মুবিন, র‍্যাবের মিডিয়া অ্যাডভাইজার মাসুক, ডিজি আবদুল আজিজ সরকার। শায়খ রহমানের সঙ্গে আর কারা কারা কথা বলছিলেন মনে করতে পারছি না। কারণ ওই মুহূর্তে আমি লাইভ দেয়ায় (খবরের সময় সরাসরি কণ্ঠ দেওয়া) ব্যস্ত ছিলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সে প্রথমেই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। বারান্দায় থাকতেই র‍্যাবকে লক্ষ্য করে শায়খ বলে ওঠে, 'আমি আপনাদের বিশ্বাস করি না। আপনারা আমাকে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দেবেন না। পরে আমাকে দিয়ে আপনাদের কথা মিডিয়ায় বলাবেন। আমার সানিকে দিয়ে এমনটি করিয়েছেন। সানি তো নিজের কথা বলেনি। আপনাদের কথা বলেছে।'

তবে 'সূর্য্যদীঘল বাড়ী'র বারান্দায় এসে শায়খ রহমানের প্রথম কথাই ছিল, 'আমি তো বলেছি সকালে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব।' শায়খ রহমান সকালে কথা বলবে- এ তথ্য আমাদের কাছে ছিল না। কোনো র‍্যাব সদস্যও আমাদের বলেননি। এ সময় আরো জানা যায়, শায়খ রহমানের সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন ছিল। সেটা দিয়ে অনেকের সঙ্গে সে যোগাযোগের চেষ্টা করে। এগুলো আমরা পরে জেনেছি র‍্যাব সদস্যদের কাছ থেকেই। শায়খ রহমান র‍্যাবের কাছ থেকে ২৪ ঘন্টা সময় নিয়েছিলো, যা সকালে পার হয়েছে। তাই সে আত্মসমর্পণে রাজি হয়ে বেরিয়ে আসে। তখন অবশ্য তার উদ্দেশ্যে র‍্যাব বলে, 'শায়খ রহমান আপনি শঙ্কামুক্ত হয়ে আসুন। আপনি প্রমাণ করুন আপনার শরীরে কোনো বিস্ফোরক নেই। আপনি সব কাপড় খুলে ফেলে দেখান আপনি শঙ্কামুক্ত।' জবাবে শায়খ রহমান বললো, 'আমি কি ন্যাংটা হয়ে আসব?' তখন র‍্যাবের তরফ থেকে বলা হলো, শুধু পাজামা পরে আসুন। পরে অবশ্য শায়খ রহমান তার বেশভূষাসহ হাতে কোরআন শরিফ নিয়ে বেরিয়ে আসে। তার বেরিয়ে আসা থেকে গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত কী কী ঘটছে তা আমি লাইভ দেই। গাড়িতে করে তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি আদালত পর্যন্ত যাই না। ততক্ষণে আমাদের অন্য একটি টিম এসে পড়ে। তাদের র‍্যাবের গাড়ি ফলো করতে বলে আমি ঢাকার পথে রওনা হই।

শায়খ গ্রেপ্তার হওয়ার পরদিন বাংলা ভাই রামপুর গ্রামে আশ্রয় নেয়

আহত বাংলা ভাই এখন বিডিআর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

বাংলা ভাই ধরা পড়ার খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ১০টায় রওনা হই। আমরা গিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আহত বাংলা ভাইকে নিয়ে আসা হয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তাই আমরা আর মুক্তাগাছায় না গিয়ে সেখানে যাই। গিয়ে দেখি সে বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। তার ডান হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে। পেটেও আঘাত লেগেছে, দাড়ি পুড়ে গেছে। সম্ভবত এটা আত্মঘাতী বোমা ছিল।

বাংলা ভাইয়ের সহযোগী মাসুদ মিয়ার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে- মাসুদ ফুলবাড়িয়া মাদ্রায় পড়ে। সে জেএমবির এসহার সদস্য। বয়স ১৮ হবে। সে জানায়, শায়খ সিলেটে গ্রেপ্তার হওয়ার পরদিন ৩ মার্চ বাংলা ভাই রামপুর গ্রামের এই বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিপদ জেনেও বাংলা ভাইকে আশ্রয় দিয়েছেন কেন? সে বলে, এটা তাগুতের (ইসলামবিরোধী শক্তি) বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলায় সে অংশ নিতে পারেনি বলে আফসোস করল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িটি র‍্যাব ঘেরাও করার পর কে তাদের ওপর বোমা হামলা করেছে? সে বলে, সে ঘুমিয়ে ছিল, বাংলা ভাই ছাড়া ওই ঘরে আর কেউ ছিল না। তাই এ হামলা বাংলা ভাই নিজেই করেছে এটা ধরে নেয়া যায়। বোমা বিস্ফোরণে ওই ঘরটি পুরো লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

বাংলা ভাইয়ের বউ ফাহিমার সঙ্গে কথা বললে সে জানায়, ৩ মাস ধরে ময়মনসিংহের আরকে মিশন রোডে ছিল। সেখান থেকেই সে দুই দিন আগে গ্রেপ্তার হয়। তার দেয়া তথ্য নিয়েই মুক্তাগাছায় র‍্যাব অভিযান চালায়। বাংলা ভাই প্রায়ই গোপনে তার বাসায় আসতো। তাদের দুই বছরের একটি ছেলে আছে বলে সে জানায়।

শায়খ ও জঙ্গিরাই নয়, শিশুদের মধ্যেও আতঙ্ক দেখিনি!

ওয়াহিদুজ্জামান

এনটিভির ইএনজি ক্যামেরাম্যান ওয়াহিদুজ্জামান জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমান গ্রেপ্তার অভিযানের ৩৩ ঘন্টায়ই ছিলেন ঘটনাস্থলে। ছবি তোলার জন্য অনেক কাছ থেকে তিনি দেখেছেন i"দ্ধশ্বাস সেই গ্রেপ্তার অভিযান। সেই অভিজ্ঞতার কথাই তিনি জানিয়েছেন...

২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা। সারাদিনের কর্ম-ক্লান্তির পর বিছানায় শুয়ে চোখটা কেবলই লেগে এসেছে। এমন সময় মোবাইল ফোনটি বেজে ওঠে। মোবাইলের নম্বরটি আমাদের প্রধান সমন্বয়কারী মোস্তফা জামান রায়হানীর। তার নম্বরটি দেখেই বুঝতে আর বাকি রইল না যে জরুরি কোন অ্যাসাইমেন্টে যেতে হবে। কিন্তু তখনও অবশ্য ভাবিনি কতটা গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আমাকে এত রাতে বেরিয়ে যেতে হবে। জামান ভাই আমাকে জানালেন, 'হাতে সময় কম দ্রুত প্রস্তুত হয়ে এনটিভিতে আসতে হবে। সবকিছু রেডি আছে। আপনাকে যেতে হবে সিলেটে। সেখানে জেএমবির শীর্ষ নেতা শায়খ রহমানকে ধরার জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে। এ অভিযান লাইভ কভার করতে হবে।' ফোনে কথা বলা শেষ করতে না করতেই দেখি এরই ফাঁকে আমার মা এসে দাঁড়িয়ে আছেন আমার পাশে। তার চোখ দুটি ছল ছল করছে, মুখেও কোনো ভাষা নেই। তিনি জানেন পেশাদারিত্বের প্রশ্নে আমি কখনো আপোস করি না। আমার মাথায় তার আদুরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তোমার কাজে বাধা দিতে আসিনি। এসেছি তোমার সাফল্যের শুভ কামনায়।' মায়ের এমন আশীর্বাদ আর অফিস থেকে সব ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে নিমিষেই আমার মানসিক শক্তি যেনো কয়েক গুণ বেড়ে গেল। দেরি না করে ঝটপট তৈরি হয়ে নিচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রীও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগে গুছিয়ে রাখল। ঘর থেকে বাইরে পা ফেলতেই দেখলাম সামনে অফিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অফিসে আসা মাত্রই আমাদের নির্বাহী পরিচালক হাসনাইন খুরশেদ আমাকে এবং আমাদের সিনিয়র

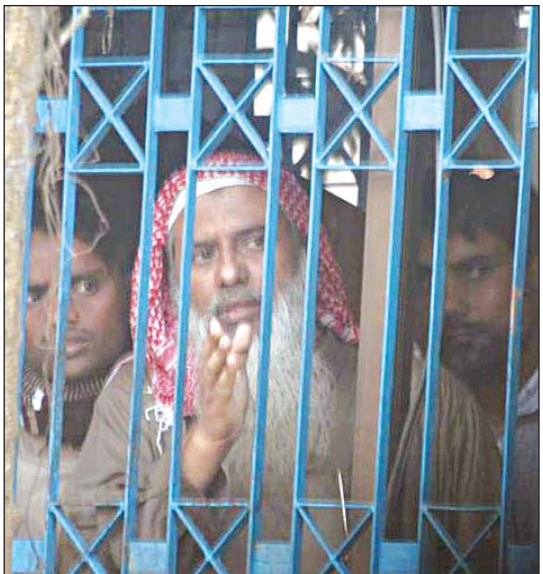

AvZ¥mgvc‡b cegn‡Z mh¨`xNj ewoi evi¥`vq G‡m i¨v‡ei m‡½ K_v e‡jb kvqL Ave`i ingvb

রিপোর্টার আহমেদ সাগরকে ব্রিফিং দিয়ে বিদায় জানালেন। যাত্রার শুরুতেই ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হল তিনি যেনো রাস্তায় কোথাও গাড়ি না থামান। কারণ সিলেট গিয়ে লাইভ বা সরাসরি সংবাদ সম্প্রচারের জন্য এসএনজি (স্যাটেলাইট নিউজ গেদারিং) সেট করতে হবে সকাল সাড়ে ৭টার খবর সরাসরি সম্প্রচারের জন্য। গাড়িতে বসে আমি ও সাগর দুজনে ঠিক করে নিচ্ছি কীভাবে আমাদের কাজ করবো? আলাপের মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেও নানা প্রশ্ন জন্ম নিচ্ছে মনে। কারণ যে শায়খ রহমানের নির্দেশে দেশে কতগুলো বড় বড় ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে তাকে ধরার অভিযানই কাভার করতে যাচ্ছি। এতে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে তেমনি আবার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠারও কমতি নেই। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে পরিবারের সঙ্গে তো এটাই শেষ দেখা। তবে উদ্ভট চিন্তার মধ্যেও মায়ের আশীর্বাদ, পরিবারের উৎসাহ আর এনটিভি কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতা নিজের ভেতরের দুর্বলতাকে দূরে ঠেলে দিতে সহায়তা করেছে। রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যদিয়ে আমাদের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সিলেট অভিমুখে।

যাই হোক, সকাল ৬টার দিকে আমরা পৌঁছে গেলাম দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনা আর নানা প্রশ্নের উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল সিলেটের সেই 'সূর্য্য দীঘল বাড়ি'র কাছাকাছি। আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি বুলবুল রাত থেকেই স্পটে মানে অকুস্থলে ছিলেন। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী স্পটে যেতে আমাদের বেগ পেতে হয়নি। স্পটে যেতে প্রধান সড়কেই প্রশাসনের বাধার সম্মুখীন হলাম। তারা জানালেন, এরপর যেতে দেয়ার অনুমতি নেই। আমি সাগরকে অনুমতির বিষয়ে কথা বলতে বলে দূর থেকেই শট নেয়া শুরু করলাম। অনুমতি না পেলেও তো আমাদের যেভাবেই হোক নিউজ কাভার করার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। আসলে আমাদের মধ্যে একটি বিষয় কাজ করে সেটি হলো আগে ব্যাক-আপ পরে অন্য কিছু। আমি শর্ট নিচ্ছি এরমধ্যে সাগর এসে জানালেন, প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মিটিং করে তারপর জানাবেন অনুমতি দেয়া হবে কি হবে না। অনুমতির অপেক্ষায় না তেকে আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। এর মধ্যে প্রশাসন অনুমতি দিল। এরপর আরেক সমস্যা দেখা দিল- আমাদের তিনটি গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আমরা আবার বুঝালাম তাদের এ সাফল্যের বিষয়টি তুলে ধরতে চাই। এতে কাজ হল। তারা আমাদের অনুমতি দিলেন। যতোই স্পটের কাছাকাছি যাচ্ছি আর দেখছি চারদিকে বন্দুক তাক করে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাব, বিডিআর, পুলিশ ও সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশরা। প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও আছেন সেখানে। গোটা এলাকা জুড়েই তখন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব বিরাজ করছে। র‍্যাবসহ সব বাহিনী প্রস্তুত। অপেক্ষা শুধু নির্দেশের। এদিকে এনটিভির সংবাদ সম্প্রচারের সময় বাকি আর মাত্র কয়েক মিনিট। এসএনজি সেট আপের জন্যও আমাদের কিছুটা সময় প্রয়োজন। সহকর্মী ফারুক ও হীরালাল ওরা

সেট-আপে ঠিক করতে ব্যস্ত। সার্বক্ষণিক অফিসের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ চলছে। অফিসে এসএনজি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছেন বেলাল আনাম। এরই মধ্যে আমাদের লাইভ নিউজ সম্প্রচার শুরু হয়ে গেছে। সাগর তার সংগ্রহ করা তথ্যগুলো পরিবেশন করছেন। আমি ক্যামেরা অপারেশন করছি। আমার ভেতর তখন বোমা বিস্ফোরণ, আকস্মিক হামলা বা দুর্ঘটনার ভয় বা আশংকা কাজ করেনি। আমার সারাক্ষণই মনে হয়েছে কি করে ভালো শটটি নিতে পারবো এবং পুরো বিষয়টি ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারবো।

সকালের সংবাদ সম্প্রচার শেষে প্রশাসনকে জানালাম আমরা 'সূর্য্য দীঘল বাড়ি'র কাছাকাছি যেতে চাই। এতে তারা রাজি হচ্ছিল না। তাদের কৃতিত্বই তুলে ধরতে চাই বলায় তারা রাজি হলেন। তবে প্রথমে অনুমতি মিলল আমার এবং চানেল আইয়ের স্থানীয় প্রতিনিধির। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম নিরাপত্তা বাহিনী নানা রকম আধুনিক অস্ত্রসহ পজিশন নিয়ে আছেন। এর মধ্যে জেলা প্রশাসক ও র‍্যাবের একজন কর্মকর্তা আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, 'আপনারা আসেন। এসে দেখেন ওরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলে কি না।' আমরা এগিয়ে গেলাম। প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্তরা যেভাবে পজিশন নিয়েছিলেন আমি ক্যামেরা দিয়ে সেভাবে পজিশন নিলাম। তখন জেলা প্রশাসক মাইকে শায়খ রহমান ও তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মিডিয়ার লোকজন এসেছে আপনারা যদি কথা বলতে চান, তবে কথা বলেন।' জেলা প্রশাসকের এই ঘোষণায় কোনো সাড়া না পেয়ে তখনও ভাবলাম হয়তো শায়খ রহমানরা ওখানে নেই কিংবা আত্ম হত্যা করেছে। ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা, আপনারা কি ওদের কথা শুনেছেন?' তারা তখন তাদের রেকর্ড করা কথা আমাদের বাজিয়ে শুনালেন।

ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটা হলো, প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময় 'সূর্য্য দীঘল' বাড়ির চারপাশ রেকি করেছেন। সে সময় তারা শায়খ রহমানের পরিবারের ছোট শিশুদের ছবিও তুলেছেন। সেগুলো তারা আমাদের দেখালেন। তারা এর আগে সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা 'ধরিয়ে দিন' পোস্টারের বাচ্চাদের যেসব ছবি ছিল সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিত হয়ে যান। এক সময় আমি ক্যামেরায় বাড়িটির ফুটেজ (ছবি) নেওয়ার জন্য পাশের দোতলার ছাদে চলে গেলাম। ছাদ থেকে বাড়ির টপ শট নিচ্ছি। বাড়িটি দেখতে অনেকটা দুর্গের মতো। বাড়িটির চারদিকেই

গ্রেপ্তারের পর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

বারান্দা। এর ভেতরে রুমগুলো। এর ওপর বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় পাশের বাড়ির ছাদ থেকে ওই বাড়ির ভেতরের কিছুই দেখতে পারছিলাম না। এরমধ্যে আহমেদ সাগর আমাকে নিচে ডাকলেন। তখন বাড়ির ভেতরে টিয়ার গ্যাস (কাঁদানে গ্যাস) ছোঁড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল পুলিশ। প্রথমে যে টিয়ার গ্যাসটি ছোঁড়া হয় সেটি ফাটল না। পরেরটি ফাটল। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। এভাবে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায় কেটে গেল বেশ কয়েক ঘণ্টা। ১২টা পর্যন্ত টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার কৌশল চলে। এরমধ্যে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, ২টা পর্যন্ত এ কৌশলে সফল না হলে এর চেয়ে কঠিন কৌশল অবলম্বন করা হবে। এক পর্যায়ে মাইকে ঘোষণা দিয়ে সবাইকে দূরে সরে যেতে বলা হলো। জানানো হলো অভিযান আরো জোরালো করা হবে। আমরা সবাই দূরে সরে এলাম। দূর থেকে আমরা দেখছি দমকল বাহিনীর লোকজন বাড়ির ভেতরে পানি ছুঁড়ছে। যাতে ভেতরে বিস্ফোরক থাকলে তা নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও গ্যাস জাতীয় আরো কিছু একটা ছোঁড়া হয় বলে মনে হয়েছে। দেড়টার দিকে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন আরো নড়েচড়ে পজিশন নিতে শুরু করে। তখন আমরা ভাবলাম হয়তো তারা এবার অ্যাকশনে যাচ্ছে। এসময় মৃদু গুঞ্জনও ওঠে, ভেতর থেকে জেএমবির সদস্যরা কোনো হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই অবস্থায় আমি ভোঁ দৌড়েই যেনো পাশের একটি বাড়ির ছাদে ওঠে যাই। যাতে অ্যাকশনের মুহূর্তগুলো ভালোভাবে ধারণ করতে পারি। সাগর আমাকে আবারও নিচে ডাকলেন। আমিও ওপর থেকে দেখলাম একটি লোক বের হয়ে আসছে। এর পরপরই শায়খের পরিবারের সদস্য মহিলা ও শিশুরা এক এক করে বের হয়ে আসছে। আমি তখন ছাদ থেকে আরেক দৌড়ে নেমে এলাম। গিয়ে দেখলাম মেয়েরা কোলে শিশু নিয়ে এগিয়ে আসছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তখন বাধ সেধে জানাল, তারা ছবি নিতে দেবে না। তাদের প্রশ্ন, 'শিশুরা কোনো অপরাধ করেনি তাদের ছবি নেবেন কেন?' সেখান থেকে আবার চলে আসি সেই গাড়ির পাশে যেটাতে মহিলা ও শিশুদের তোলা হচ্ছিল। এবারো র‍্যাবের লোকজন আমার ক্যামেরার লেন্সের সামনে হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছে। আমিও কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে যেভাবেই পারছি আমি শট নিতে থাকি। এ সময় আমার কাছে একটি বিষয় খুবই অবাক লেগেছে তা হল নিরাপত্তা বাহিনীর এত বড় বেড়াজাল দেখে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত্র কিংবা উদ্বিগ্ন থাকলেও শায়খের পরিবারের ছোট শিশুদেরও চোখে-মুখে তেমন কোনো আতঙ্কের ছাপ দেখিনি। তারা একদম স্বাভাবিক ছিল।

শায়খের পরিবারের সদস্যদের আত্মসমর্পণের পরে নিরাপত্তা বাহিনীকেও আতংকিত দেখাচ্ছিল। আমাদের অবস্থাও একই রকম। সবাই তখন ধারণা করছে পরিবারের সদস্যদের সেভ করে হয়তো এবার আক্রমণ চালাবে শায়খ ও তার দলের সদস্যরা। কারণ পরিবারের সদস্যরা তথ্য দিয়েছিল, ভেতরে শায়খ রহমানসহ অন্যান্যদের কাছে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক হয়েছে। সে সব বিস্ফোরক দিয়ে শুধু 'সূর্যদীঘল বাড়িটি'ই নয়, আশপাশের দু চারটি বাড়িও উড়িয়ে দিতে পারবে তারা। এরই মধ্যে শায়খের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যায় র‍্যাব। নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা আরো বৃদ্ধি করা হয়। আতঙ্কের মধ্যেই অজানা অধ্যায়ের অপেক্ষায় সবাই যেনো উন্মুখ।

আমরা যারা মিডিয়ার লোক ছিলাম তারা খাওয়ার সময়টুকুও পাচ্ছি না। ঘুমের কথা

তো বাদই দিলাম। স্পটের আশপাশে কোনো দোকান নেই। মিডিয়ার কারো কারো কাছে বিস্কুট আর কলা ছিল। মিলেমিশে তা খেয়েই সবাই কোনোরকম ক্ষুধা নিবারণ করছি। খেতে গেলেই যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় সেটি তো ক্যামেরায় ধারন করতে পারব না এমন আশংকাতেই আর খেতে যাইনি কেউ।

একদিকে প্রশাসনের নানা কৌশল প্রয়োগ, অন্যদিকে বাড়ির ভেতর নিস্তব্ধতা আবারও জন্ম দিচ্ছে নানা প্রশ্নের। এরই মধ্যে বাড়ির ভেতর থেকে কয়েকটি শব্দ ভেসে আসে। এতে অনেকেই ধারণা করেন হয়তো শায়খ রহমান তার দলবল নিয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। বিকেলের দিকে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আবার মিটিংয়ে বসেন। তাদের মিটিংয়ের আলোচনা থেকে অনুমান করি, তারা কোনো রকম রক্তপাত না ঘটিয়ে কীভাবে শায়খকে জীবিত বের করে আনা যায় সেজন্য তারা ইন্টারপোলের পরামর্শ নিচ্ছেন। এরপর আমাদের আবার সরিয়ে দিল তারা অন্য কৌশল অবলম্বন করবে বলে। এবার ড্রিল মেশিন আনা হলো। আমরা যখন দূরে দাঁড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি, তখন আশপাশের বাড়ি থেকে আমাদের জন্য কিছু খাবার পাঠানো হয়। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যেবেলার আলো-আঁধারির খেলা শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ তখন চোখে পড়ল বাড়িটির ভেতরে মৃদু আলো জ্বলছে। আমরা সবাই তখন নিশ্চিত হলাম শায়খ ও তার সহযোগীরা আত্মহত্যা করেননি। আবার আতঙ্কিতও হলাম এই ভেবে যে, এবার বুঝি হামলা চালাবে। এর মধ্যে সিঁড়ি ঘরের গ্লাস পুরো টিন দিয়ে ওয়েলল্ডিং করে দেয়া হয়েছে। যেন গ্লাস ভেঙে তারা বোমা ছুঁড়তে না পারে। অন্যদিকে ছাদে ড্রিল মেশিন দিয়ে ফুটো করে গ্লাস দিয়ে দেখা হচ্ছে ভেতরে কে আছেন, কি আছে। সেই সঙ্গে ফুটো করা ছাদের অংশ দিয়ে ছবি ধারণ করা হচ্ছে। আমিও তখন দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে পাশের বাড়ির ছাদে গিয়ে সিকিউরিটির সে সময়ের কাজ ক্যামেরায় ধারণ করে নিলাম। প্রশাসনের কাছে জানতে পারলাম ছাদের ফুটো দিয়ে পর্যবেক্ষণে তারা দেখেছে ঘরের ভেতরে কিছু তার আর খাটের ওপর কি যেন জড়ানো। এতে তাদের ধারণা নিশ্চিত হয়, বাড়িটির ভেতরে বিস্ফোরক রয়েছে। তারা এ থেকে ধারণা করে, এই বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটলে ঐ বাড়িটি তো বটেই আশপাশের দোতলা বাড়িও ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্য ওই পার্শ্ববর্তী বাড়ির লোকজনকে সরিয়ে দেয়া হয়।

একদিকে আতঙ্ক অন্যদিকে আবার আশার আলো এমন অবস্থায় কাটছে প্রতিটি মুহূর্ত। এর মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের এসএনজি মেশিনকে আরো একটু সামলে নিলে সরাসরি সম্প্রচারটা ভালোভাবে করতে পারব। যার জন্য আমরা মেশিনটি সামনে নিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু প্রশাসন জানালেন এ অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায়ভার কে নেবে? তবু আমরা তাদের বুঝিয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেলাম। চারদিকে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাই সরাসরি ফুটেজ নিয়ে ছবি দেখানোটা বেশ কঠিন হবে মনে হয়েছিল। তাই ফুটেজ নিয়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তা পাঠানো চিন্তা করি। এর মধ্যে দেখতে দেখতে রাত ১২টা বেজে গেল। সে সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে হঠাৎ জানানো হলো, আজ আর অভিযান চালানো হবে না। আমরা তখন আমাদের আরেকজন ক্যামেরাম্যান ও রিপোর্টার আশরাফুলকে রেখে চলে একটু বিশ্রাম নিতে

শায়খের পরিবারের সদস্যদের আত্মসমর্পণের পরে নিরাপত্তা বাহিনীকেও আতংকিত দেখাচ্ছিল। আমাদের অবস্থাও একই রকম। সবাই তখন ধারণা করছে পরিবারের সদস্যদের সেভ করে হয়তো এবার আক্রমণ চালাবে শায়খ ও তার দলের সদস্যরা। কারণ পরিবারের সদস্যরা তথ্য দিয়েছিল, ভেতরে শায়খ রহমানসহ অন্যান্যদের কাছে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক হয়েছে

গেলাম। কিন্তু মাথায় বারবারই শায়খকে গ্রেপতারের অভিযানটি ঘুরপাক খাচ্ছিল বলে আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। সেজন্য রাত ৩টার দিকে আবার স্পটে ফিরে গেলাম। এরমধ্যে আমাদের এনটিভির চেয়ারম্যান ও এমডি সাহেব যোগাযোগ করে আমাদের খবর নিলেন এবং জানালেন যেকোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে জানাতে। স্পটে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি।

এর মধ্যে বাড়ি থেকে ফোন আসছে কেমন আছি জানতে। আমরা স্পটে ভীতির মধ্যে আছি তা বলিনি। বরং জানিয়ে দিলাম ভয়ের কারণ নেই। যখন ভোরের আলো উঁকি দিতে শুরু করেছে তখন বাড়িটির ভেতরে মানুষের নড়াচড়া চোখে পড়ল। তা দেখে র‍্যাব-প্রশাসনও আবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। তাদের ধারণা, জঙ্গীরা হয়তো এবার হামলা চালাতে পারে। এরপর জানালার পাশে এসে শায়খ ও তার দুই সহযোগী প্রশাসনকে জানান, তারা মিডিয়ার (সংবাদ মাধ্যম) সঙ্গে কথা বলতে চান। প্রশাসন সেই আশ্বাস দিলে তারা বেরিয়ে আসবেন। কথা বলার পাশাপাশি প্রশাসন বেশ এলার্ট (সতর্ক) হয়ে উঠল। কারণ শায়খসহ জঙ্গীরা আত্মসমর্পণের নাম করে এসে আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারে এমন আশঙ্কা ছিল। তখন ক্যামেরা নিয়ে আমি সোজা মূল গেটের সামনে চলে যাই। র‍্যাবসহ নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন তাদের চেক করে বের করে আনে। শায়খ ও তার সহযোগীরা যখন বেরিয়ে আসে তখনও কিন্তু তাদের চোখেমুখে কোনোরকম ভয়ভীতি বা আতঙ্কের ছাপ দেখিনি আমরা। তারা স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসে। আমি ভিড়ের মধ্যে শায়খের ছবি ধারণের সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তখন হাতের ওপর ক্যামেরা উঠিয়ে তার ছবি ধারণ করি। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক সেখানে ছিলেন তারা শায়খের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু প্রশাসন সেই সুযোগ না দিয়ে শায়খকে দ্রুত গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। শায়খ ও তার সঙ্গীদের নিয়ে যাওয়ার পর আমি বাড়িটির ভেতরে ঢুকে যাই। 'সূর্য্য দীঘল' বাড়ির ভেতরে শট নিতে গিয়ে অবাক হয়ে পড়ি, যে শায়খের ইঙ্গিতে এতো রক্ত ঝরেছে তার আশ্রয়স্থলে শুধু দেশীয় অস্ত্র আর কিছু বিস্ফোরক! এর মধ্যে আমি সহকর্মী জালাল ও আশরাফকে সেল ফোনে শায়খদের নিয়ে যাওয়ার গাড়ি বহরটি ফলো করতে বলি। তারা সেদিকে ছুটে যায়। আমি বাড়ির ভেতরের ফুটেজ সংগ্রহ করে বেরিয়ে এসে দেখি আমাদের গাড়ি নেই। কিন্তু আমাকে বহরের শট নিতে হবে। যার জন্য আমি ক্যামেরা নিয়ে পেছনে পেছনে দৌড়াতে শুরু করি। প্রায় আধা কিলোমিটারের মতো রাস্তা দৌড়ানোর পর অবশেষে গাড়ি বহর ধরতে পারি। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো স্থানীয় অধিবাসীরা হাততালি দিয়ে আর স্লোগানে স্লোগানে প্রশাসন ও মিডিয়াকে স্বাগত জানাচ্ছে। তখন বুঝতে পারি এ ধরনের অভিযান কাভার করতে পারায় কতটুকু সফল হয়েছি। এরপর সিলেট আদালত থেকে প্রশাসনের গাড়ি বহরের পেছনে পেছনে ঢাকার পথে ফিরতি যাত্রা। একদিকে শট নিচ্ছি-অন্যদিকে ফোন রিসিভ করছি। বন্ধু-বান্ধব পরিচিতজনরা সবাই সাধুবাদ দিচ্ছেন। আর রাস্তার পাশের সাধারণ মানুষের স্লোগান কানে গেঁথে যাচ্ছে, 'যে মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে, তার উপযুক্ত বিচার চাই' কিংবা 'আর যেন শায়খ-বাংলা ভাইয়ের জন্ম না হয় এই বাংলায়...।'

ছবি : **ফোকাস বাংলা**

শায়খ র‍্যাবকে বললেন, ‘কথা তো এভাবে ছিল না...’

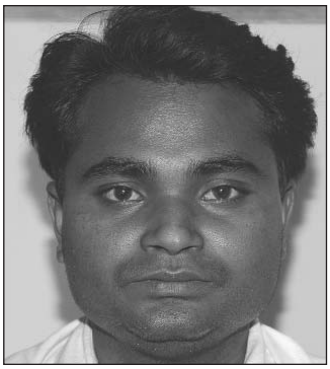

আব্দুল করিম

চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরাম্যান আব্দুল করিম লিখেছেন অপারেশন সূর্য্যদীঘল বাড়ির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা...

সিলেটে ঘটনাস্থলে যখন পৌঁছাই তখন ৩টা কি সাড়ে ৩টা বাজে। ঘড়ির দিকে নির্দিষ্টভাবে খেয়াল ছিল না। শায়খ রহমানের ছবি ধারণ করতে পারব কি পারব না তা নিয়ে বেশ উত্তেজনার মধ্যেই ছিলাম। শাপলাবাগে ‘সূর্য্যদীঘল বাড়ী’র কাছে যখন পৌঁছাই সে সময়ে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হচ্ছিল না। বলা হচ্ছিল, ওদিকের অবস্থা খুব খারাপ। যাওয়া যাবে না। আমাদেরকে ওখানেই আটকে দেয়া হয়। আমরা ‘সূর্য্যদীঘল বাড়ী’র থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে তখন। কিন্তু চেষ্টা করেও ওই বাড়ির পাশে আমরা ভিড়তে পারছিলাম না। এমনি এক সময় সিলেটের মেয়র বদরুদ্দিন কামরান র‍্যাব-পুলিশের বেষ্টনী-অবস্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন। এই সুযোগে আমিও তার পেছনে পেছনে ছুটি। এবার বাড়ির একদম কাছে পৌঁছে যাই। ঠিক কলাপসিবল গেটের পাশে। ক্যামেরায় ওখানকার ছবি ধারণ করি। এ সময় র‍্যাব সদস্যরা মেশিনগান নিয়ে বাড়ির দিকে তাক করে ছিলেন। আর বলছিলেন, ‘শায়খ রহমান আপনি বের হয়ে আসুন।’ এরপরে আমি পাশের একটা বাসায় যাই। ছাদে উঠে ক্যামেরা ধরি। দেখি র‍্যাব সদস্যরা ‘সূর্য্য দীঘল বাড়ি’র দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ পর অবশ্য তা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা বাড়ির ভেতরে পানি ছিটায়। পরে টিয়ার গ্যাসও ছোঁড়ে। আবারো পানি ছোঁড়া হয়। সন্ধ্যার দিকে ডিজি, জেলা প্রশাসক শায়খ রহমানকে বের হয়ে আসতে বলেন। এ সময়ে আমি ওদের পাশে থেকেই ছবি নিচ্ছিলাম। ওরা আমাকে বারবার চলে যেতে বললেও আমি যাইনি। ওরা লাইট দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করছিল। আর আমি ক্যামেরায় সেই দৃশ্য ধারণ করি। ভেতরে অবশ্য কিছু দেখা যায়নি। না শায়খ রহমান, না তার সহযোগী।

সন্ধ্যা নাগাদ ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’র ছাদ ফুটো করা হয়। সেই ছবি নেয়ার জন্য আমি পায়চারি করতে থাকি। এক র‍্যাব কর্মকর্তাকে বলি, ভাই ওখানে যাওয়া যাবে। তিনি না বলে দেন। কর্নেল রেজা এসে বলেন, ‘আপনারা সবাই চলে যান, ভেতরে বিস্ফোরক থাকতে পারে। যেকোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তখন আপনারা তো যাবেন, আশপাশের বাড়িও উড়ে যাবে।’ কর্নেল রেজা কথা বলার পর আমরা একটু দূরে সরে যাই। এক পর্যায়ে ছাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। র‍্যাবের বড় বড় কর্মকর্তারাও চলে যায়। আমাদের রিপোর্টার মাহবুব ভাইকে বলি, সবাই তো চলে যাচ্ছে, আমরা কি করি? মাহবুব ভাই বলেন, আমরা থাকি, দেখি কী হয়। তখন কিছু একটা ঘটার আশায় অপেক্ষা করি। সে অপেক্ষাটাকে মশা আরো দুর্বিষহ করে তোলে। রাতে কতো যে মশার কামড় খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

‘সূর্য দীঘল বাড়ি’র ছাদ ফুটো করার পর র‍্যাব যখন জানাল ভেতরে বিস্ফোরক আছে তখন সবাই দূরে সরে গেল। দূর বলতে পাশের বাড়ির ছাদে আর কী। আমিও গেছি। এক পর্যায়ে সূর্য্যদীঘল বাড়ীর কাছে চলে আসি। একজন র‍্যাব সদস্যকে বলে ছাদের ফুটোর ছবি নেয়ার জন্য রাজি করাই। তিনি বলেন, ‘চলেন, সমস্যা নেই, আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।’ মাহবুব ভাইকে এসে বলি। মাহবুব ভাই যেতে দিতে রাজি হন না। বলেন, ‘অতো রিস্ক নেয়া ঠিক হবে না।’ অগত্যা তা বাদ দেই। রাতে আর তেমন কিছু ঘটে না। না ঘুমিয়ে কাটাই। একটু পর পর এদিক-ওদিক ঘুরে আসি। দেখি র‍্যাব-বিডিআর কি করছে। কিন্তু ভোর বেলায় বুঝতে পারি কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আনুমানিক সাড়ে ৫টা হবে। একটা গাড়ি এসে থামে বাড়ির সামনে। ৪ জন র‍্যাব সদস্য নামেন। পরে জেনেছি এরা বোম্বিং স্কোয়াডের সদস্য। ঢাকা থেকে এসেছে। তারা মাছ ধরার বড়শি মতো কিছু একটা নিয়ে ছাদে উঠে যায়। তারা বড়শির মতো দেখতে জিনিসটা গুনা দিয়ে বাধে। র‍্যাব সদস্যরা ফুটো দিয়ে অবশ্য বড়শি ফেলার আগে আগে লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখে নেয় ভেতরে কি আছে। তারা জানায়, ভেতরে দু’জন মানুষ আছে। এরা আবদুর রহমানের সহযোগী। তবে রহমানকে দেখা যায়নি। হঠাৎ করে শব্দ শুনলাম ওই যে শায়খ আবদুর রহমান, আবদুর রহমান। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি, র‍্যাবের সদস্যরা চিৎকার করে বলছে, লোক আছে, লোক আছে। এদিকে, ভেতরে থেকে শায়খ রহমানের লোকরা র‍্যাবের লোকদের বলছে, ‘সরবি, বোম আছে।’ এ সময়ে আমি নিচে নেমে আসি।

যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে কিছু নেয়া যাচ্ছে না। দৌড়ে একদম সামনে চলে আসি। এখানে র‍্যাব-বিডিআরের কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে। সাংবাদিকদের এখানে আসতে দিচ্ছে না। আমি এক ফাঁকে ঢুকে পড়ি। আমার সঙ্গে চ্যানেল ওয়ানের একজন, নাম মনে নেই।

আমি তো র‍্যাবের লোকদের কাছে চলে এসেছি। তার আগে থেকেই শায়খ রহমানের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা চলছিল। জানালার পাশ থেকে। শুনলাম, শায়খ রহমান বলছেন, ’কথা তো এভাবে ছিল না। আমরা তো আগেই বলেছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। কিন্তু আপনারা এমন করছেন কেন। বিদ্যুৎ, পানির লাইন কেটে দিয়েছেন। গ্যাস মারছেন। আমাদের পানি মারছেন। এতে আমাদের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।’ শায়খ রহমানের এ বক্তব্য আমি মাত্র ১০-১২ গজ দূর থেকে শুনেছি। আর তা ক্যামেরায় ধারণ করেছি।

তখনো আবদুর রহমানের সঙ্গে র‍্যাবের কর্মকর্তাদের কথা চলছে। র‍্যাব বলছে, ‘আপনি বের হয়ে আসুন।’ শায়খ রহমান বলছেন, ‘না, আমি বের হবো না। আমি মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলবো।’ আবদুর রহমানের এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি র‍্যাব কর্মকর্তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন র‍্যাব বললো, ‘ঠিক আছে, আপনি আগে বেরিয়ে আসুন।’ শায়খ রহমান আবারো বললেন, ‘না আমি বের হবো না।’ পরে র‍্যাব কর্মকর্তারা বলেন, ‘আপনি আসেন, আপনাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে।’ র‍্যাবের কাছ থেকে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে এ আশ্বাস পেয়ে শেষ পর্যন্ত শায়খ রহমান বের হয়ে আসেন। কিন্তু তাকে আর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয়নি।

আবদুর রহমান বের হয়ে আসছেন। মাহবুব ভাই লাইভ দিচ্ছেন। আমি ক্যামেরায় শায়খ রহমানের আত্মসমর্পণের চিত্র নিচ্ছি। র‍্যাব সদস্যরা আমাদের বাধা দিচ্ছেন। ছবি নিতে দিচ্ছেন না। আমরা বাধা পাচ্ছি। বাধা ভেঙেই ছবি নিচ্ছি। এক পর্যায়ে শায়খকে র‍্যাবের পাজেরোতে উঠানো হলো। পরে স্থানীয় আদালত হয়ে ঢাকার পথে নিয়ে যাওয়া হলো। মাহবুব ভাইকে বললাম, কি করবেন। তিনি জানালেন, চলো আমরাও ঢাকা ফিরে যাই। ১টায় নিউজ আছে। দেখি ধরানো যায় কী না। জঙ্গি নেতা শায়খ রহমানের অসহায় আত্মসমর্পণের চিত্র নিয়ে আমরা ঢাকার পথে রওনা হই।